কাসিক অধিকার বার্তা

৫১ তম সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ১৪২১, ফেব্রুয়ারী-২০১৬ইং পঞ্চম বর্ষ,

নাগরিক কমিটির উদ্যেগে রাস্তা সংস্কার

বোরহানউদ্দিন উপজেলার পক্ষিয়া ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে সাধারন মানুষের পথ চলাচলের সুবিদার্থে ৪নং ওয়ার্ডের পাটোয়ারী বাড়ি থেকে মধ্যম দলিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

নাগরিক কমিটির উদ্যোগে রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে

সাথে সংযোগ সড়ক এর উপর দিয়ে যাওয়ার রাস্তাটি সংস্কার করেন।রাস্তাটি তৈরি করতে ওয়ার্ড নগরিক কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ও অন্যান্য সাধারন জনগনের সহযোগিতায় প্রায় ১৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করে এবং অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে থেকে নিজেরাও স্বেচ্ছা শ্রমদিয়ে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেন।বোরহানগঞ্জ বাজার থেকে ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের অনেক জনসাধারন উক্ত রাস্তাটি দিয়ে বভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনেই চলাচল করে। অথচ চলাচলের জনগুরুত্বপুর্ন এই রাস্তাটির ২০১৪ সালের বন্যায় যখন বেড়িবাধ ভেংগে পানি ঢোকে তখন ৩- ৪টি স্থানে বিশাল বিশাল ভাংগতির সৃষ্টি হয়। রাস্তা আর জমির আইল প্রায় সমান তাই প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে রাস্তার উপরেই কোমর জল থাকে।বয়স্ক নারী-পুরুষ বিশেষত শিশুদের স্কুলে যেতে অনেক বেশী কষ্ট হয় এবং রাস্তাটি একেবারেই ব্যাবহার করা যায়না অথচ রাস্তাটির একদম পাশেই স্কুল ও মাদ্রাসা।শিশুদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তাটি পথ চলাচলের জন্য একেবারেই অনুপযোগি হয়ে পড়ে।তাই এই সড়কটির নির্মান প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে।অথচ ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা বেশ কয়েকবার ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করা সহ এমনকি লিখিত দরখাস্ত দিলেও এই দিচ্ছি,আগামীতে দেব পর্যন্তই।অথচ সমস্যাটি সমাধানের পথ কেউই খুজে পায়নি।সাধারন

রাস্তার কাজ শেষ হওয়ার পর

মানুষের চরম দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে সমস্যাটি ৪নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি গত জানুয়ারী মাসের ১১ তারিখে মাসিক সভায় উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং নিজেরাই স্থানীয়ভাবে সড়কটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজটি বাস্তবায়নের জন্য নাগরিক কমিটির সদস্যরা ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে। মো: বশির আহমেদকে আহবায়ক করে নাগরিক কমিটির সভাপতি অলিউল্যাহ পাটোয়ারী,সহ সভাপতি, মো: হান্নান,সদস্য মো: ফরিদ কে সদস্য নির্বাচন করা হয়। কমিটির সদস্যরা প্রথমেই স্থানীয় ভাবে মাটি কাটা সর্দারের সাথে আলোচনা করে এর খসড়া ব্যয় নির্ধারনের চেষ্টা করেন এবং সেই সাথে নাগরিক কমিটির সদস্যরাও নিজেরা মাটি কাটার কাজে অংশ নেবেন বলেও জানান। ফলে মোট ব্যয় নির্ধারন করা হয় ১৫০০০/-(পনের হাজার টাকা)। এ টাকা নাগরিক কমিটির সদস্যসহ স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে উঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে এবং সংগ্রহ করে।গত ১৯/১/২০১৬ ইং তারিখ উক্ত রাস্তার কাজ শুরু হয় যেখানে প্রায় ৬জন শ্রমিক মোট ৫দিন কাজ করেন এবং ২৩/১/২০১৬ইং তারিখ রাস্তার কাজটি শেষ হয়।ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির সদস্যরা নিজেরাও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের পাটোয়ারী বলেন কতবার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে রাস্তাটির ব্যাপারে অথচ কোন গুরুত্বই দিলোনা। এই রাস্তা দিয়ে বড়দের পাশাপাশি কত ছোট ছোট শিশুরাও স্কুলে ও মাদ্রাসায় যায় অথচ তারা বর্ষায় কতইনা কষ্ট পেতো। আশা করছি এখন এতটা সমস্যায় পরতে হবেনা এলাকার জনগনের পথ চলাচলের অনেক কষ্ট লাঘব হবে।ওয়ার্ড নাগরিক কমিটির এধরনের স্ব- উদ্যেগের ফলে রাস্তাটি নির্মিত হওয়ায় স্থানীয়রা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা এই ধরনের জনকল্যান মুলক কাজ করার জন্য ওয়ার্ড নাগরিক কমিটিকে অনেক ধন্যবাদ জানায়।

হতদরিদ্রদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে ইউনিয়ন পরিষদের বিনা সুদে লোন বিতরন কার্যক্রম।

লালমোহন উপজেলার ৯ নং লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ তাদের নিজস্ব উদ্যোগে কোস্ট ট্রাস্ট ও মানুষের জন্যর সহযোগিতায় ইউনিয়নের অন্তর্গত হত দরিদ্রদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি করে তুলতে তাদের মাঝে বিনা সুদে ঋন বিতরন কার্যক্রম শুরু করেন।২টি ধাপে মোট ১৮টি হতদরিদ্র পরিবারকে প্রাথমিকভাব উক্ত সেবার আওতায় অনা হয়।বিতরন করা হয়। ।হত দরিদ্র পরিবারগুলো উক্ত লোনের টাকা এবং নিজস্ব সঞ্চয় যোগ করে ক্ষুদ্র তহবিল গঠন করার মধ্য দিয়ে হাস মুরগী পালন,গরু পালন,জমি চাষাবাদ,ক্ষুদ্র ব্যাবসার মতো স্থানগুলোতে বিনিয়োগ করেছেন এবং বর্তমানে তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।২নং ওয়ার্ডের অন্নদা প্রসাদ গ্রামের বাসিন্দা মো: জাকির: পিতা মো:আবু তাহের।দারিদ্রতার কষাঘাতে জড়জর্ড়িত জাকিরের পরিবারটি। দিন মজুরি করাই তার প্রধান পেশা। বছরের প্রায় ৬মাস কোন কাজই থাকেনা দারুন কষ্টে দিন কাটে তখন তার পরিবারের।জাকির পরিশ্রম করেই নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চায়। সে গরু পালনের মধ্য দিয়ে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হতে চায়।সে একটি খামার তৈরির স্বপ্ন দেখে। কিন্তু মুলধন খুজে পাওয়া অনেক কষ্ট লাভ ছারা কেউই কাউকে টাকা

ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে চেক গ্রহন করছেন মো: জাকির ও তাছলিমা বেগম।

পয়সা দেয়না।জাকির হত দরিদ্র তালিকাভুক্ত উপকারভোগী হওয়ায় নাগরিক কমিটির সদস্যরা জাকিরের পরিবারের অবস্থা জানতেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিনা সুদে লোন কার্যক্রমের সুবিধা বিষয়ে ২নং ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি তাদের মাসিক সভায় আলোচনা করেন এবং হত দরিদ্রদের তালিকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কারা পাওয়ার যোগ্য তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে।নাগরিক কমিটির পর্যালোচনায় সেই তালিকায় সবার আগে জাকিরের নামটি অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে নাগরিক কমিটির সভাপতি মো: হায়দার তাকে উক্ত সুবিধা এবং শর্তগুলোর কথা উল্লেখ করলে জাকির তার অনুভুতি ব্যাক্ত করেন।নাগরিক কমিটির সদস্যরা তার নামটি ইউনিয়ন জনসংগঠনের কাছে প্রেরন করেন।পরবর্তীতে আইজিএ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে ১৮ জনের চূড়ান্ত তালিকায় জাকিরের নামটিও স্থান পায় এবং ইউনিয়ন পরিষদের হত দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল থেকে জাকিরকে ১০০০০টাকার ঋন প্রদান করা হয় গরু পালনের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার।এই টাকার সাথে অনেক কষ্টের সঞ্চিত আরো

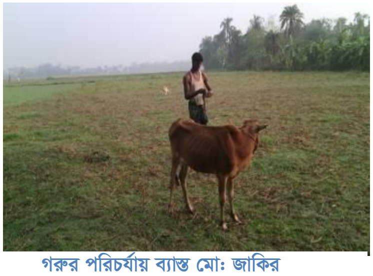

গরুর পরিচর্যায় ব্যাস্ত মো: জাকির

৫০০০ টাকা যোগ করে জাকির একটি গরু ক্রয় করেন এবং বর্তমানে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা লালনপালন করছেন এবং নিয়মিত প্রাণি সম্পদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখছেন ও নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান করেছেন। জাকির এর কাছে তার অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন এই সময় কেউ কাউকে বিনা লাভে ধারও দেয়না অথচ আমাকে ১০০০০ টাকা দেয়া হয়েছে আমার নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য।এ জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমি নিয়ম অনুযায়ী আসল টাকাটা সময়মতো অবশ্যই ফেরত দেবো। তিনি আরো জানান সামনের জৈষ্ঠ্য মাসেই এই গরুটি কমপক্ষে ২৮,০০০/= থেকে ৩০,০০০/= বিক্রয় করা যাবে।তিনি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে বদ্ধ পরিকর।৬নং ওয়ার্ডের পূর্ব লর্ড হার্ডিঞ্জ এর বাসিন্দা তাছলিমা বেগম স্বামী মো: হারুন।দরিদ্রতায় আচ্ছন্ন তাছলিমার পরিবারটি। নদীতে মাছ ধরা আর দিন মজুরি করাই তার স্বামীর প্রধান পেশা।প্রায় ৬মাস নদীতে কোন কাজই থাকেনা দারুন কষ্টে দিন কাটে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের।তাছলিমা বেগম অনেক পরিশ্রমী আর পরিশ্রম করেই সে নিজের পরিবারের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চায়।সে চায় তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে এবং অভাব অনাটনকে দুর করতে। সে একজন গৃহীনি তাই সে হাস মুরগী পালনের মধ্য দিয়েই আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হতে চায়। কিন্তু মুলধন খুজে পাওয়া অনেক কষ্ট লাভ ছারা কেউই কাউকে টাকা পয়সা দেয়না। নাগরিক কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিনা সুদে এ ধরনের কাজে লোন দিবে। তিনি তার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলে নাগরিক কমিটির সদস্যরা তার নামটি ইউনিয়ন জনসংগঠনের কাছে প্রেরন করেন।পরবর্তীতে আইজিএ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে ১৮ জনের চুড়ান্ত তালিকায় তাছলিমা বেগমের নামটিও স্থান পায় এবং ইউনিয়ন পরিষদের হত দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্পের তহবিল খেকে তাছলিমা বেগমকে ৫০০০টাকার ঋন প্রদান করা হয় হাস-মুরগী পালনের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করার।এই টাকার সাথে অনেক কষ্টের সঞ্চিত আরো কিছু টাকা যোগ করে তাছলিমা বেগম ৯টি ডিম পারা হাস ও ৫টি মুরগী ক্রয় করেন এবং বর্তমানে তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তা লালনপালন করছেন।তাছলিমা বেগম এর কাছে তার অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন আমার পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যে সুবিধা দিয়েছে এই সময় কে কাকে দেয়।এ জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমি নিয়ম অনুযায়ী আসল টাকাটা অবশ্যই ফেরত দেবো।ইতিমধ্যে তিনি মুরগীর ডিম থেকে বাচ্চা ফুটিয়েছেন আর হাসের বাচ্চা ফুটানোর অপেক্ষায়ও আছেন।

নিজেদের বাড়িতে হাস মুরাগর পারচর্যা করছেন তাছলিমা ও তার পরিবার।

ভোলায় ‘মর্যাদায় গড়ি সমতা ” প্রচারাভিযান।

নারীর প্রতি সমাজের বিদ্যমান ধারণার পরিবর্তন করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাজের সবক্ষেত্রে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, যা নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা কমাতে সহায়তা করবে।এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ভোলা জেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন জন গুরুত্বপুর্ন স্থানে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে কোস্ট ট্রাস্ট-দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প মর্যাদায় গড়ি সমতা প্রচারাভিযান কার্যক্রম এর উদ্যোগ গ্রহন করে।তারই ধারাবাহিকতায় গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখ দক্ষিন জয়নগর ইউনিয়ন থেকে শুরু করে গত ২৫ তারিখ লালমোহন উপজেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের জিএম বাজারে অনুষ্ঠিত কর্মসুচির মধ্য দিয়ে প্রথম পর্যায়ের প্রচারাভিযান কর্মসুচি শেষ হয়।ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি,স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি,সমাজের সর্বস্তরের নারী ও পুরুষ এর অংশগ্রহনে আলোচনা সভা ও লোকজ সাংস্কৃতিক গানের অনুষ্ঠান এর মধ্য দিয়ে উক্ত প্রচারাভিযান বাস্তবায়ন করা হয়।দুইটি ভাগে উক্ত প্রচারাভিযানকে ভাগ করা হয় প্রথম পর্যায়ে শুধু মাত্র নারীদের অংশগ্রহনে উঠোন বৈঠক সেখানে আলোচনা সভা,ব্যাক্তিগত মতামত গ্রহন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়।শত শত নারীদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহন মর্যাদায় গড়ি সমতা প্রচারভিযাকে সার্থকতায় রুপ দেয়।পরবর্তী পর্যায়ে ইউনিয়নের জনগুরুত্বপুর্ন বাজার যেখানে সন্ধ্যার পর অনেক পুরুষের সমাগম হয় তেমনই উল্লেখযোগ্য স্থানে।আলোচনা সভায় বক্তারা সমাজের বিদ্যমান ধারনার পরিবর্তন ও সকল প্রকার বৈষম্য কমিয়ে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন,রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারে নারীর যে ভুমিকা ও অবদান রয়েছে বিশেষ করে নারীর গৃহস্থালি কাজ বা অঅর্থনৈতিক কাজ তা সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি এবং মুল্যায়নও করা হয়নি।যদি উন্নয়নের চাকাকে গতিশীল করতে হয়, তাহলে কোনভাবেই নারীর অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কাজ ও অবদানকে অবজ্ঞা করা যাবে না।ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আবুল কাশেম মিয়া বলেন নারীর প্রজনন ও উৎপাদনশীল ভুমিকা ও অবদান সবসময় অবমূল্যায়িতই রয়ে গেছে, বরং প্রচলিত প্রথাগত ধারণা থেকে মনে করা হয় যে নারী অন্যের উপর নির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজের কাঁধে বোঝাস্বরূপ অথচ তা ঠিক নয় আমাদের দৃষ্টি ভঙিগি পাল্টাতে হবে। এছারাও উপস্থিত অনেকেই তাদের মতামত ব্যাক্ত করতে গিয়ে এখন থেকে নিজেদের পরিবারে নারীদের মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে নিজেদের দৃষ্টি ভঙ্গি পরিবর্তনের অঙ্গিকার ব্যাক্ত করেন। আলোচনা সভা শেষে শিল্পিরা মন মাতানো গান পরিবেশন করেন এবং গানে গানে প্রচারাভিযান এর লক্ষ ও উদ্দেশ্যগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন।

তজুমদ্দির চাদপুরে উঠোন বৈঠকে নিজের মতামত প্রকাশ করছেন কহিনুর বেগম তিনি পেশায় গৃহিনী

গানে গানে শিল্পীরা মর্যাদায় গড়ি সমতার লক্ষ ও উদ্দেশ্য প্রচার করছে

বোরহানউদ্দিনের হাসান নগরে নারীদের সাথে উঠোন বৈঠক

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
ওয়ার্ড নাগরিক কমিটি সভা	১০৮	১০৮
ইউনিয়ন জনসংগঠন সভা	১২	১২
ইউপির দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা	০৭	০৭
ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির সভা	১৬	১৬
ম্যাচিং ফান্ড	৪	৪
ওয়ার্ড সভা	৫৪	৪৯

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্পের সকল কর্মী সহযোগিতা করেছেন। "বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য”

মোঃআবুল হাসান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
কোস্ট ট্রাস্ট- দায়িত্বশীল ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প
প্রকল্প কার্যালয়-
১৬৭, উপজেলা রোড, বোরহানউদ্দিন, ভোলা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত।
ফোন-০৪৯২২৫৬১৯০, ০১৭১৩৩২৮৮৩৬
hasan@coastbd.org . www.coastbd.net